দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

উত্তরাঞ্চলে নয় লাখ শিশু শিক্ষা বঞ্চিত

সংবোদদাতা ঃ পঞ্চগড়,১০ অক্টোবর।– উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার বিদ্যালয়ে যাবার মত প্রায় ৯ লাখ শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্যের কারণে এ সমস্ত শিশুদের অনেকে রাখালের কাজ করছে।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, ১৬টি জেলার বিদ্যালয়ে যাবার মত ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ৪২ লাখ ৩০ হাজার ৯০৪ জন। এর মধ্যে ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার ৩৪৭ জন ৯২৬২টি সরকারী এবং ২৮৭২টি নিবন্ধীকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। বাকী ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৫৫৭ জন শিক্ষা বঞ্চিত।

১৬টি জেলায় ৭৬১টি প্রধান শিক্ষকের পদ ১,৫৫১টি সহকারী শিক্ষক, ৯০টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ৩১টি থানা শিক্ষা অফিসার, ৮টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ১৫টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ফলে শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ২/৩ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের বিভাগীয় অফিস সূত্রে আরো জানা গেছে, ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে যাবার শিশুর সংখ্যা পঞ্চগড় জেলায় ১ লাখ ২৪ হাজার ১৭২ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৯৭ হাজার ৬৪০ জন। ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার ২৭৩ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৬৬ জন বিদ্যালয়ে যায়। দিনাজপুর জেলায় ৩ লাখ ৭১ হাজার ৪৩১ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৫ হাজার ৬৩৮ জন। লালমনিরহাট জেলায় ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭৬০ জনের মধ্যে ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৭ জন বিদ্যালয়ে যায়। কুড়িগ্রামের ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫৫০ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬৪০ জন। নীলফামারীর ২ লাখ ৯ হাজার ৯৬৯ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৬৩ হাজার ১৮৪ জন। গাইবান্ধা জেলার ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৬০ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৩৯ হাজার ২৬৮ জন। রংপুর জেলার ৩ লাখ ৫১ হাজার ১৮৪ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৫১ হাজার ৮৯০ জন। জয়পুরহাট জেলার ১ লাখ ৬ হাজার ৫৮৩ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৮৯ হাজার ৯৯৭ জন। বগুড়া জেলার ৩ লাখ ৯১ হাজার ১৬২ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৬১ জন। সিরাজগঞ্জ জেলার ৪ লাখ ১৮ হাজার,৪২১ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫৪৬ জন। পাবনা জেলার ৩ লাখ ৩১ হাজার ৭৪৫ জনের মধ্যে ২ লাখ ৭৩ হাজার ২০১ জন বিদ্যালয়ে যায়। নওগাঁ জেলার ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৯২ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩৬৩ জন। নবাবগঞ্জ জেলার ১ লাখ ৬৬ হাজার ৮৭৬ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪৩৬ জন এবং নাটোর জেলার ২ লাখ ১৫ হাজার ৯৩৪ জনের মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৭২ হাজার ১৯১ জন।

ন্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ গৃহ
—দৈনিক বাংলা

টাঙ্গাইল

নিজস্ব সংবাদদাতা টাঙ্গাইল থেকে জানান, শিক্ষকের স্বল্পতা, জরাজীর্ণ স্কুল–গৃহ এবং আসবাবপত্রের অভাবে জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতির কারণে জেলার বহু প্রাইমারী স্কুলগৃহ যথাসময়ে নির্মিত ও মেরামত না হওয়ায় শত শত ছাত্রছাত্রী খোলা আকাশের নীচে ক্লাশ করছে।

জেলায় ৯ শত ৬টি সরকারী, ২শ ১১টি বেসরকারী এবং একশ ২৯টি রেজিস্ট্রী-বিহীন প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এ সকল স্কুলের জন্য শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪ হাজার ৩শ ১৩টি। এর মধ্যে ২শ ৮৩টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য।

এসব সরকারী স্কুলের মধ্যে জরাজীর্ণ পুরাতন টিনের ঘর রয়েছে ২শ ৩৬টি। শিক্ষা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী এসব সরকারী স্কুলের মধ্যে ৭০টি টিনের ঘর ক্লাশের সম্পূর্ণ অযোগ্য, একশটিতে দরজা জানালা নেই এবং আধা পাকা দুই শতাধিক স্কুল ভবনে মারাত্মক ফাটল দেখা দিয়েছে। মেরামত হয়নি ৫৬টি স্কুল। এছাড়া রয়েছে আসবাবপত্রের প্রকট সমস্যা।

শিক্ষা বিভাগ জানান, জেলায় স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৫শ ৬৮ জন। এর মধ্যে এক লাখ ৬৩ হাজার ৩শ ৯৯ জন বালক বালিকা স্কুলে যায় না।

এদিকে, প্রাইমারী স্কুল ভবন নির্মাণ ও বাছাইকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মধুপুর থানার মালাউরী সামসুন্নাহার সরকারী প্রাইমারী স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করার পর দেড় বছর পরেও নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। অথচ ৭৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। জেলায় এ রকম ৩০টি স্কুল ভবন নির্মাণ কাজে বড় রকমের দুর্নীতি রয়েছে। এ দু'টি স্কুলসহ এই থানার সিংহচালা, গৌরাঙ্গ, বাঁশনিরোগী, গঙ্গাবর নাগরপুরের প্রাইমারী স্কুলসহ জেলায় ১৫টি স্কুল ভবন ভাঙ্গা থাকায় ছাত্র ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাশ করছে।

বরিশাল

নিজস্ব সংবাদদাতা বরিশাল থেকে জানান, বরিশাল বিভাগীয় ৬টি জেলায় ৬ থেকে ১০ বছরের ২ লাখ ৬৬ হাজার ৯৪৬ জন শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে রয়েছে।

বিভাগীয় শিক্ষা দফতর থেকে প্রাপ্ত হিসাব থেকে জানা গেছে, এ বিভাগে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা বর্তমানে মোট ১২ লাখ ৮ হাজার ৮০২ জন। তাদের মধ্যে ৩ হাজার ৩০৯টি সরকারী, ৭৫২টি বেসরকারী, ১ হাজার ৩৬টি রেজিস্টি, ২৭টি কে–জি ও ২ হাজার ৫৯৯টি এবতে দায়ী মাদ্রাসায় সর্বমোট অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৯ লাখ ৪১ হাজার ৮৫৬ জন মাত্র। অবশিষ্ট ২ লাখ ৬৬ হাজার ৯৪৬ জন শিশু ছাত্র–ছাত্রী এখনও প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির সংখ্যা কাগজপত্রে যাই দেখান হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সেখানে উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে রোজ ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ছাত্র–ছাত্রীর বেশী হয় না।